ঢাকার হারিয়ে যাওয়া বই

পঞ্জিকায় ঢাকা

মুনতাসীর মামুন

পঞ্জিকা বা পাঁজি শব্দটি বর্তমান জেনারেশনের কাছে অপরিচিত হলেও, এক সময় গ্রামবাংলার মানুষদের মন নিয়ন্ত্রণ করতো এই পঞ্জিকা। পঞ্জিকার অর্থ কী? নগেন্দ্রনাথ বসুর ***বিশ্বকোষ***-এ পঞ্জিকা ভুক্তিতে বিশদ বিবরণ দেয়া আছে। তবে তা এতো বিশদ যে, অনেকের কাছে পুরো বিষয়টিই জটিল ঠেকতে পারে। এর চেয়ে ***ভারত কোষ***-এ পঞ্জিকার যে সংজ্ঞা দেয়া আছে সেটি অনেক সরল-

'পঞ্জিকা বা পঞ্জি বা পাঁজি, যে পুস্তকে বছরের প্রতিদিনের তারিখ, তিথি, পর্বদিন, শুভদিন ইত্যাদি থাকে।' আর এর প্রয়োজন কী, সে সম্পর্কে জানা যেতে পারে ১৯৭৮ সালে কোলকাতা থেকে প্রকাশিত ***বিশ্বকোষ***-এ '১. সারা বছরের প্রত্যেক মাসের দিন তারিখ যুক্ত যে বর্ষপঞ্জি দেওয়া থাকে তার দ্বারা দলিলপত্রে এবং হিসাবের খাতায় প্রভৃতিতে তারিখ লেখবার সাহায্য হয়। ২. তিথি নক্ষত্রের সময় এবং তার সঙ্গে সারা বছরের পূজা পার্বণের ও নানা সামাজিক ক্রিয়াকর্মের দিন ও তার অনুষ্ঠানের সময়ের উল্লেখ থাকে, যার সাহায্যে ধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তিরা কোন দিন কি করণীয় সেটা জানতে পারেন।'

প্রধানত হিন্দু সম্প্রদায়ের ধর্ম বিষয়ক অনুষ্ঠানাদির প্রয়োজন মেটাতেই পঞ্জিকার সৃষ্টি। গবেষক ক্ষেত্র গুপ্ত লিখেছেন- 'পঞ্জিকা বিশেষ এক তালিকা- বছরের প্রতিটি দিনের যাতে ধর্মাচার, ধর্মাশ্রয়ী আচরণ, জীবনের অন্যবিধ কার্যবিধির নির্দেশ থাকে।... ব্রাহ্মণ্য বৈদিক পৌরাণিক স্মার্ত ধর্ম, যখন বৃহত্তর বাঙালি জনগোষ্ঠী অব্রাহ্মণ্য অবৈদিক অপৌরাণিক অর্থাৎ লোকায়ত ধর্মবিশ্বাসের উপরে এসে আপতিত হলো এই পঞ্জিকা বস্তুটি তাদের হাতে একটি প্রধান আয়ুধ হিসেবে কাজ করেছে। অর্থাৎ তুর্ক বিজয়ের প্রায় সমকালীন এর প্রভাব বৃদ্ধির সূচনা।'

আগে হাতে লেখা পঞ্জিকার চল থাকলেও প্রথম মুদ্রিত বাংলা পঞ্জিকাটি প্রকাশিত হয় ১৮১৮ সালে। রামহরি নামে একজন কোলকাতা থেকে পঞ্জিকাটি প্রকাশ করেন। কোলকাতা ছিল তখন বাংলার মুদ্রণ কেন্দ্র। উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে পঞ্জিকা জনপ্রিয় হয়ে উঠতে থাকে। ব্যক্তি ও প্রকাশক বিভিন্ন নামে পত্রিকা প্রকাশ করতে থাকেন। এর মধ্যে ১২৭৬ সাল থেকে প্রকাশিত

ইষ্টার্ণবেঙ্গল রেলওয়ের নিয়ম- সিঙ্গল টিকেট

গোয়ালন্দ হইতে	১ম শ্রেণী	২য় শ্রেণী	৩য় শ্রেণী	৪র্থ শ্রেণী
রাজবাড়ী	৮ আনা	৪ আনা	৩ আনা	২ আনা
বেলগাছী	১৫ আনা	৭ আনা ১০ প	৪ আনা ১৫ প	৩ আনা ১৫ প
কুমারখালী	২টাকা ৩ আনা	১ টাকা ১০ প	১২ আনা ৫ প	৮ আনা ১৫ প
জগতীজংসান (পাবনা যাইতে এখানে নামিবে)	২ টাকা ১৩ আনা	১ টাকা ৬ আনা ১০ প	১ টাকা	১০ আনা ৫ প
কুষ্টিয়া	৩ টাকা ৩ আনা	১ টাকা ৮ আনা ১০ প	১ টাকা ৩ আনা ৫ প	১২ আনা ১৫ প
পোড়াদহ (উত্তর বাঙ্গালা রেলওয়ে যাইতে এখানে নামিবে)	৩ টাকা	১ টাকা ৮ আনা ১০ প	১ টাকা ২ আনা ১০ প	১২ আনা ৫ প
দামুকদিয়া	৪ টাকা ৪ আনা ১০ প	২ টাকা ২ আনা ৫ প	১ টাকা ৫ আনা ৫ প	,,
সারাঘাট (উঃ বঃ রেল)	৫ টাকা ৮ আনা ১০ প	২ টাকা ১৪ আনা ৫ প	১ টাকা ৮ আনা ৫ প	,,
নাটোর ঐ	৭ টাকা ১২ আনা ১০ প	৪ টাকা ৫ প	১ টাকা ১২ আনা ৫ প	,,
পার্বতীপুর ঐ	১৫ টাকা ১৫ আনা	৮ টাকা ১০ প	২ টাকা ১৫ আনা ১০ প	,,
রঙ্গপুর ঐ	১৮ টাকা ১০ আনা	৯ টাকা ২ আনা ১৫ প	৩ টাকা ৫ আনা	,,
কাওনিয়া ঐ	১৯ টাকা ২ আনা	৯ টাকা ১ আনা	৩ টাকা ৬ আনা ১০ প	,,
হলদিবাড়ী ঐ	২০ টাকা ৮ আনা ১০ প	১০ টাকা ৬ আনা ৫ প	৩ টাকা ৮ আনা ১০ প	,,
জলপাইগুড়ি ঐ	২১ টাকা ১২ আনা	১১ টাকা	৩ টাকা ১২ আনা ৫ প	,,
শিলিগুড়ি ঐ	২৩ টাকা ১৪ আনা	১২ টাকা ৫ প	৪ টাকা	,,
চুয়াডাঙ্গা	৪ টাকা ৪ আনা	২ টাকা ২ আনা	১ টাকা ৮ আনা	১ টাকা
বগুলা (কৃষ্ণনগর যাইতে এখানে নামিবে)	৫ টাকা ১৪ আনা	২ টাকা ১৫ আনা	২ টাকা ৩ আনা ৫ প	১ টাকা ৭ আনা ১০ প
রানাঘাট (শান্তিপুর যাইতে এখানে নামিবে)	৬ টাকা ১১ আনা	৩ টাকা ৪ আনা ১০প	২ টাকা ৮ আনা ৫ প	১ টাকা ১০ আনা ১৫ প
চাকদহ (যশোহর যাইতে এখানে নামিবে)	৭ টাকা ২ আনা	৩ টাকা ৮ আনা	২ টাকা ১০ আনা ১৫ প	১ টাকা ১২ আনা ১০ প
নৈহাটী	৮ টাকা	৪ টাকা	৩ টাকা	২ টাকা
বারেকপুর	৮ টাকা ১০ আনা	৪ টাকা ৫ আনা	৩ টাকা ৩ আনা ১৫ প	২ টাকা ২ আনা ১০ প
দমদমা	৯ টাকা ৪ আনা	৪ টাকা ১০ আনা	৩ টাকা ৭ আনা ১০ প	২ টাকা ৫ আনা
কলিকাতা	৯ টাকা ৮ আনা	৪ টাকা ১২ আনা	৩ টাকা ৮ আনা	২ টাকা ৬ আনা

গুপ্তপ্রেস ডাইরেটরী পঞ্জিকা বিশেষ খ্যাতি অর্জন করে। প্রথম দিকে ধর্মীয় বিভিন্ন অনুষ্ঠান, তিথির বর্ণনা থাকলেও পরবর্তীকালে বিভিন্ন বিষয়ে পঞ্জিকায় তথ্য সংকলিত হতে থাকে। অনেকটা ইংরেজি অ্যালমানাকের আকারে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপনও যুক্ত হতে থাকে।

মুসলমান সম্প্রদায়ের চাহিদা মেটাতে ১২৯৯ সালে প্রকাশিত হয় ***বৃহৎ মহম্মদীয় পঞ্জিকা***। চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ১৩১৪ সালের এ রকম একটি পঞ্জিকা দেখেছেন বলে লিখেছেন, যার পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ২৭২। এর প্রথম ভাগে হলো মূল পঞ্জিকা, দ্বিতীয় ভাগে হিন্দুদের জানার বিষয়, তৃতীয় ভাগে মুসলমানদের রাজ্যের বিবরণ, স্টিমার সার্ভিসের টাইম টেবিল।

১৩২০ সালের এ ধরনের পঞ্জিকার সংকলক ছিলেন মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ। ভূমিকায় তিনি লিখেছেন- 'মুসলমানগণ পৌত্তলিকতামূলক পঞ্জিকাদি ব্যবহার করিতেছে, ফলিত জ্যোতিষ বিশ্বাস স্থাপন করিয়া, তোমার আদেশের বিপরীতাচরণ করিতেছে; এ ক্ষুদ্র দীনহীন অকিঞ্চন তাহাদিগকে সেই ভ্রান্তমত হইতে-তোমার অভিলষিত ও অনুমোদিত ন্যায়পথ প্রদর্শন জন্য, এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইল...।' এ ছাড়া খ্রিস্টীয় পঞ্জিকাও প্রকাশিত হয়েছিল।

ঢাকা ছিল পূর্ববঙ্গের প্রকাশনা কেন্দ্র। উনিশ শতকে বিচিত্র ধরনের বই প্রকাশিত হয়েছে এখান থেকে। কিন্তু পঞ্জিকা প্রকাশিত হতে দেখি না তেমন। ঢাকা থেকে মাত্র দুটি প্রকাশিত পঞ্জিকার খোঁজ পেয়েছি। বেঙ্গল লাইব্রেরি ক্যাটালগেও পঞ্জিকার খোঁজ পাইনি। নাকি কোলকাতার পঞ্জিকা বাজার দখল করে ছিল এমনভাবে, ঢাকা থেকে প্রকাশিত পঞ্জিকা বের না করাই ছিল লাভজনক।

ঢাকা থেকে প্রকাশিত সবচেয়ে পুরনো যে পঞ্জিকাটির খোঁজ পেয়েছি তার নাম হলো-***নবপঞ্জিকা***। নবীন চন্দ্র দে ছিলেন মুদ্রাকর। মুদ্রিত হয়েছিল ইস্ট বেঙ্গল প্রেসে। প্রকাশের তারিখ ১০.৩.১৮৮৮। তবে আকারে তা ছিল ক্ষুদ্র, খুবই ক্ষুদ্র। মাত্র ২৫ পৃষ্ঠার। দাম ২ পয়সা। ***নবপঞ্জিকা*** ছিল ১২৮৭ সালের (১৮৮০-৮১)। অন্যদিকে গুণেমানে কলকাতা থেকে প্রকাশিত পঞ্জিকা ছিল অনেক ওপরে।

ঢাকা থেকে ১৮৯৮ সালে প্রকাশিত আরেকটি পঞ্জিকার খোঁজ পাই, নাম ***ফতেজঙ্গ পুরিয়া পঞ্জিকা***। মদনমোহন বিদ্যাভূষণ সংকলিত ৭৬ পাতার পঞ্জিকার দাম ছিল ৪ আনা। ছাপা হয়েছিল ৬০০ কপি। শুধু ফতেপুর অঞ্চল সম্পর্কে নানাবিধ তথ্য ও পঞ্জিকা (তিথি) সংকলিত হয়েছিল।

ঢাকা থেকে প্রকাশিত (যদি হয়ে থাকে) আরো কিছু পঞ্জিকা পাওয়া গেলে শহরটি সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য অনেক তথ্য পাওয়া যেত। ***নব পঞ্জিকায়*** এ ধরনের অনেক তথ্য আছে যা কৌতূহলোদ্দীপক ও অজানা।

ঢাকা ষ্টিম নেবিগেসন কোম্পানির জাহাজের নিয়ম

ঢাকা হইতে	১ম শ্রেণী	২য় শ্রেণী	৩য় শ্রেণী
মানিকগঞ্জ	১২ আনা	৬ আনা	১ আনা
তালতলা	৬ আনা	৪ আনা	৩ আনা
ফতুল্যা	৩ আনা	২ আনা	১০ প

ডাকঘরের নিয়ম

ভারতবর্ষের একস্থান হইতে অন্য স্থানে চিঠী পেকেট ও পার্সেল পাঠাইবার ডাকমাসুলের নিয়ম :

চিঠী	আদতোলার অনধিক	১০ পয়সা
,,	আদতোলার অধিক একতোলা পর্যন্ত	১ আনা
,,	একতোলার উপর প্রতিতোলায়	১ আনা
,,	পোস্ট কার্ড	৫ পয়সা
,,	রেজেস্টরী করিতে ১০ তোলা পর্যন্ত ফিস	৪ আনা
৫০ টাকা মূল্যের কোনো বস্তু ইন্‌সিয়োর করিতে ফিস		২ আনা
,,	টাকার অধিক ১০০ টাকা পর্যন্ত	৪ আনা
পাকেট (দুই মুখ খোলা থাকিবে) অনধিক দশতোলা		১০ পয়সা
,, ,, ,,	দশতোলার অধিক	
,, ,, ,,	প্রতিদশ তোলায়	১০ পয়সা
পার্সেল (উত্তমরূপে বন্ধ ও মোহর করা থাকিবে) অনধিক ৪ তোলা		৮ আনা
,, ,, ,,	৪ তোলার অধিক ৮ তোলা পর্যন্ত	১২ আনা
,, ,, ,,	৮ তোলার অধিক প্রতি ৪ তোলায়	৪ আনা
পার্সেল পোস্টে ৫০ টাকা মূল্যের বস্তু ইন্‌সিয়োর করিতে ফিস		২ আনা
৫০ টাকার অধিক ১০০ টাকা মূল্যের বস্তু উপরোক্ত ওজনে		৪ আনা

মনি অর্ডারের নিয়ম

পূর্ব্বে কালেক্টরি আফিস হইতে মনি অর্ডার বাহির হইত, তাহাতে লোকের বিশেষ অসুবিধা ছিল। বিগত ১লা জানুয়ারি হইতে মনি অর্ডারের কার্য্য ডাকঘরে হইতেছে। এখন যেখানে ডাকঘর আছে সেখান হইতে মনি অর্ডার করা যায় এবং মনি অর্ডারের টাকা পাওয়া যায়।

কমিশনের নিয়ম

অনধিক ১০ দশ টাকায়		২ আনা
১০ টাকার অধিক	২৫ টাকা পর্যন্ত	৪ আনা
২৫ ,,	৫০ ,,	৮ আনা
৫০ ,,	৭৫ ,,	১২ আনা
৭৫ ,,	১০০ ,,	১ টাকা
১০০ ,,	১২৫ ,,	১ টাকা ৪ আনা
১২৫ ,,	১৫০ ,,	১ টাকা ৮ আনা

একবারে ১৫০ টাকার অধিক মনি অর্ডার করা যায় না।

ঢাকা- ধর্ম্ম, নীতি ও অন্যান্য দেশহিতকর বিষয় আলোচনার্থ সমাজ ও সভা

নাম	সংস্থাপন	সম্পাদক
পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজ	১৭৬৮ শকঃ	বাবু নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়
ঢাকা শুভসাধিনী সভা	১৮৬৯, ইং	,, কালীনারায়ণ রায়
বিক্রমপুর হিতসাধিনী	১২৭৮ বাং	,, প্রসন্নচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
জনসাধারণ সভা	১৮৭২ ১ ফে	,, গোবিন্দচন্দ্র দাস
হিন্দুধর্ম্ম রক্ষিণী সভা		,, আনন্দচন্দ্র সেন
অন্তঃপুর স্ত্রী শিক্ষা সভা	১২৭৮, ১০ শ্রা	,, নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়
সারস্বত সমাজ	১২৮৫, ৯ আ	,, প্রসন্নচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
কলেজ সোসায়িটি	১৮৭৮ ইং	,, মথুরানাথ চট্টোপাধ্যায়
ছাত্রসভা	১২৮৬, ৯ বৈ,	,, শ্যামাকান্ত নাগ
পূর্ব্ববঙ্গ জমিদার সভা	১৮৭৯ ৩জা	,, পূর্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
সমাজ সম্মিলনী	১৮৭৯ ১৩ ডি	,, মৌলবী অবিদুল্লা